স্বাগতম

ত্রিপুরা বায়ো ডাইভারসিটি বোর্ড

বিশ্ব উষ্ণায়ণ ও জৈব বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞান ও জন প্রতিনীধিদের প্রতিক্রিয়া এবং বার্তা

বিশ্ব উষ্ণায়ণের লোগো

উষ্ণায়ণের উল্লেখযোগ্য কিছু কারন ।

জন বিষ্ফোরন

অরণ্য নিধন

শিল্পায়ন

জলা ভূমির সংঙ্কোচন

কৃষি ভূমির সম্প্রসারণ

জৈববৈচিত্র্য আইন ও বিধির পটভূমি

১৯৯২সালে ব্রাজিলের রি.ও.ডি জেনেরিও শহরে পৃথিবীর ১৫৪টি দেশের রাষ্ট্র প্রধান, পরিবেশ মন্ত্রী, অর্থনীতিবিদ, পরিবেশ বিজ্ঞানীগন এক মহা সম্মেলনে একত্রিত হন। এবং একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।এই মর্মে যে,

* ওজন স্তরের ঘনত্ব হ্রাস, ভূ-উষ্ণায়নজনিত কারনে জৈববৈচিত্র্যের উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ারোধে সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহন করা।

ভারত সরকারের গৃহিত পদক্ষেপ

উক্ত পটভূমিকে সামনে রেখে ভারত সরকার ২০০২ সালে "জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষন আইন" এবং ২০০৪ সালে "জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষন নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন ।

ত্রিপুরা সরকারের গৃহিত পদক্ষেপ

ভারত সরকারের জৈববৈচিত্র্য আইন ২০০২এর ৬৩নং ধারা ১ নং উপধারা মতে ত্রিপুরা সরকার "জৈববৈচিত্র্য নিয়মাবলী অইন প্রনয়ণ" করেন যাহার গেজেট নং-নং.এফ-৮(৩১)/এ/ফর-ডব্লিও.এল/৯৮ পার্ট-২/৭৩০৯-৪০ তাং-১৬/০৩/২০০৮

THE HIERARCHY: নিম্নক্রমে শ্রেনীবিভাগ

ত্রিপুরায় জৈব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি

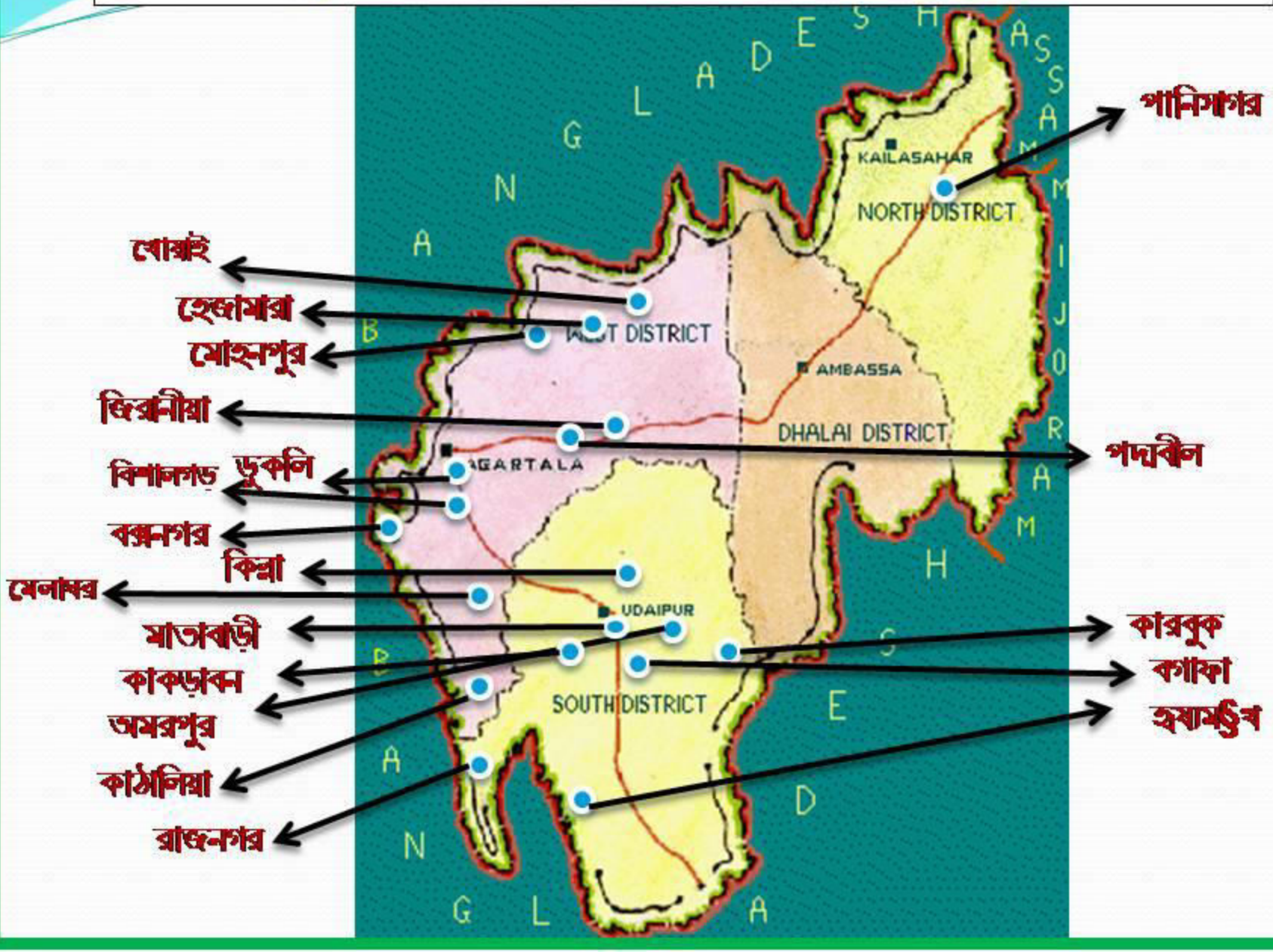

ত্রিপুরা রাজ্য জৈব বৈচিত্র বোর্ডের গঠন প্রনালী

ক্রমিক নং	পদ	পদবী
১	চেয়ারম্যান	মাননীয় চীফ সেক্রেটারী, ত্রিপুরা
২	পি.সি.সি.এফ , ত্রিপুরা	এক্স.ওফিসিও মেম্বার
৩	কমিশনার এবং সেক্রেটারী কৃষি দপ্তর, ত্রিপুরা	ঐ
৪	কমিশনার এবং সেক্রেটারী প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর, ত্রিপুরা	ঐ
৫	কমিশনার এবং সেক্রেটারী মৎস্য দপ্তর, ত্রিপুরা	ঐ
৬	কমিশনার এবং সেক্রেটারী তপঃ জাতি/তপঃউপজাতি দপ্তর, ত্রিপুরা	ঐ
৭	পি.সি.সি.এফ এবং বন্য প্রাণী সংরক্ষক, ত্রিপুরা	মেম্বার সেক্রেটারী
৮	নন অফিসিয়াল মেম্বার	৫ জন।

জৈব বৈচিত্র্য কি ?

জৈব বৈচিত্র্য হচ্ছে জীবনের বৈচিত্র্য। বিভিন্ন গাছপালা,পশুপাখী, কীট পতঙ্গ এই জাতীয় প্রাণীকূল ও পুরো বাস্তু-ব্যবস্থা।

জৈব বৈচিত্র্য ছাড়া মানুষের জীবন চলেনা। আমাদের আমিষ বা নিরামিষ খাদ্যের ১০০% (শতাংশ) আসে জীব বৈচিত্র্য থেকে।

আমাদের বাঁচার জন্য যে সব ঔষধ তার ৭০% (শতাংশ) পাই জৈব বৈচিত্র্য থেকে। পরিধানের ৮০%(শতাংশ) জামা কাপড় তৈরির উপাদান পাই জীব বৈচিত্র্য থেকে এবং গ্রামীন বাসস্থান নির্মানের ৯০ %শতাংশ পাই জৈব বৈচিত্র্য থোক।

জৈববৈচিত্র্য হরিয়ে গেলে কি হয় ?

লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে জৈববৈচিত্র্য গড়ে উঠে এবং বিচিত্র প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের বাসস্থান গড়ে উঠতেও প্রয়োজন হয় দীর্ঘ ভূ-তাত্ত্বিক সময়। তাই কোন প্রজাতির ধ্বংস হওয়াটা একটি মারাত্মক চিন্তার বিষয়। এক বার কোন প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেলে তা আর সৃষ্টি হয় না। তাদের জায়গায় নূতন প্রজাতি সৃষ্টি হতে সময় লাগে আরো লক্ষ লক্ষ বৎসর। যাহা মানব সভ্যতার পরিপন্থী।

জৈব বৈচিত্র্যের অবস্থানঃ-

জৈব বৈচিত্র্য যেখানে থাকে তাকে জীব মন্ডল বলে। বায়ু মন্ডল, স্থলভাগ এবং জল মন্ডল।

সীমানা ঃ-

বায়ুমন্ডলের ১০-১২ কি.মি. উপরে ওজনস্তর পর্যন্ত, ভূপৃষ্টের ৮-১০ মিটার নিচে আর জলমন্ডলের ২০০ মিটার পর্যন্ত জীবেরা ছড়িয়ে আছে।

জৈব বৈচিত্র্য আইন ২০০২ কোথায় কার্য্যকরিঃ-

উপরে উল্লেখিত অঞ্চলকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় যেমন সংরক্ষিত এলাকা ও অসংরক্ষিত এলাকা। সংরক্ষিত এলাকায় বিভিন্ন আইন চালু আছে যেমন বনআইন, বন্যপ্রাণীআইন ইত্যাদি।

জৈব বৈচিত্র্যে ভারতের অবস্থাঃ-

পৃথিবীর ১২টি দেশকে বলা হয় মেঘা-ডাইবেরসিটির দেশ এমন দেশ হিসাবে ভারতের স্থান দ্বাদশ তম।

বিশ্ব উষ্ণায়নে ভারতের সম্ভাব্য পরিনতিঃ-

I.P.C.C (Inter-Governmental Penel for Climate Change) সমেত নানা দেশীয় বৈজ্ঞানিক সংস্থা উষ্ণায়নের প্রভাবে ভারতের সম্ভাব্য পরিনতির এক ভয়ংকর চিত্র তুলে ধরেছেন যা কেমব্রিজ ইউনিভারসিটি প্রোস থেকে ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়।

* ভারতে খরার প্রকোপ ভয়ংকর রকম বাড়বে। নিত্যনূতন অঞ্চলে প্রায়শই খরার কবলে পরবে ফলে ২০৩০ সালে জন প্রতি জলের পরিমান বর্তমানের প্রায় ৩০ শতাংশ কমবে।

* কেরল, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলির বৃষ্টির পরিমান কমবে সবচেয়ে বেশি প্রায় ৫০ শতাংশ। শীতকালিন বৃষ্টি হবেনা বল্লেই চলে। ফলে রবিশষ্যের উৎপাদন মারখাবে। প্রভাব পরবে বনঔষধি, ফল, বিভিন্ন শাক-সবজির উৎপাদনে।

* ২১০০ সাল নাগাদ গুজরাট থেকে সুন্দরবন প্রায় সমগ্র উপকূল ভাগ চলে যাবে জলের তলায় উদবাস্তু হবে প্রায় ৭ কোটী ভারতীয়।

* দানা শষ্য উৎপাদনে আসবে ভয়ংকর আঘাত গমের উৎপাদন কমবে ৩০ শতাংশ ইতিমধ্যে গমের উৎপাদন প্রবনতা হ্রাস লক্ষ করা গেছে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে।

* মশা বাহিত রোগের (ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুর) প্রাদুর্ভাব বাড়বে নতুন নতুন এলাকায়।

* বিশুদ্ধ জলের অভাব হেতু কলেরা, ডায়রিয়া ইত্যাদি জল বাহিত রোগ বেড়ে যাবে অনেক গুন। মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে এক সময় আয়ত্বের বাহিরে চলে যাবে।

* ২০৩০ সাল নাগাদ ভারতের ২৫শতাংশ জীবকুল একেবারে হারিয়ে যাবে চিরতরে।

* বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা মুম্বাইয়ে যে অতি বৃষ্টি দেখা দিয়েছে তা চলতেই থাকবে। জীবনহানি সম্পদ বেড়েই চলবে।

“প্রকৃতিকে অতিক্রমন কিছুদূর পর্যন্ত সয়,
তার পর ফিরে বিনাশের পালা।”

“রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর”

মানুষ যাহা সৃষ্টি করতে পারে না, তাহা ধ্বংস করার কোন অধিকার নেই মানুষের

“গ্রন্থসাহেব”

প্রকৃতি ভ্রমনের জায়গা নয়, এটা বাসস্থান

“গ্রে স্নেডন”

শ্রষ্ঠার সব সৃষ্টি সমান কোন সৃষ্টি অন্য সৃষ্টির উপর কতৃত্ব করা অসংগত।

"উপনিষধ"

অসুখ আছে তার প্রতিষেধকেরও বিশাল ভান্ডার আছে পৃথিবীতে, তাকে চিনতে হবে ও ব্যবহার করতে হবে।

"বেদান্ত"

গাছ দয়ার সাগর, কেননা- তার প্রতিটা কার্য্যবলী জীবের বাঁচার অনুকূলে। এমনকি একজন কুঠারী -কেও ছায়া দান করতে কার্পন্য করে না।

"গৌতম বৌদ্ধ"

রাজ্য জৈববৈচিত্র্য বোর্ডের ভূমিকা ঃ

* কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নিদেশিকা মেনে জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষনের বিভিন্ন উপাদানগুলির সংরক্ষন মূলক ব্যবহার এবং সমভাবে জৈব সমূহের সুফল ভোগ ইত্যাদি বিষয়ে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া ।

* ভারতীয়দের জন্য জৈব সম্পদের বানিজ্যিক ব্যবহার, জৈব সমীক্ষা ও ব্যবহারের উপর অনুমোদন দিয়ে কিংবা অন্য ভাবে নিয়ন্ত্রন করা।

*এই আইনের ধারাগুলি প্রয়োগ করার জন্য রাজ্য সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

জৈববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটি কি ?

সংরক্ষনমূলক উদ্যোগ রূপায়ণের জন্য বোর্ড বি.এম.সি গুলিতে কাজ করবে এবং এই কাজ হবে স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী। জেলা পঞ্চায়েত/ জনপদ পঞ্চায়েত/ গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রামসভা, নগর পঞ্চায়েত, পৌর পঞ্চায়েত, পৌরসভা ইত্যাদি স্থানীয় সায়ত্বশাসিত সংস্থাগুলি বি এম সি গঠন করবে।

বি.এম.সি গঠন করার প্রয়োজনীয়তা কি ?

নিম্নলিখিত কারনে জৈববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটি বা বায়ো ডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা

* সংরক্ষনমূলক কাজ হাতে নেওয়া, ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে সম্পদের সংরক্ষনমূলক ব্যবহার ও জৈববৈচিত্র্যের উপর তথ্যাদি রচনা করা।
* বাসস্থানের সংরক্ষন।
* জমি- নির্ভর সম্প্রদায়, স্থানীয় জনপদ ও কৃষকদের জন্য সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা নেওয়া।
* গৃহপালিত পশু, প্রাণীদের জন্ম ও ছোট ছোট জীবদের সংরক্ষণ। এবং
•জৈববৈচিত্র্য সম্পর্কে তথ্য আরোহণ ও সরবরাহ করা।

কিভাবে বি এম সি গঠন করতে হবে ?

• প্রতিটি বি এম সি তে একজন সভাপতি (সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সায়ত্বশাসিত সংস্থার প্রেসিডেন্ট) এবং একজন সচিব (স্থানীয় সংস্থার সচিব) থাকবেন।

• এছাড়া থাকবেন ছয় জন সদস্য যাদের নির্বাচন করবেন পঞ্চায়েত কমিটি। সদস্য হতে পারবেন যে কোন কৃষি ক্ষেত্রের প্রতিনিধি, কালেক্টর/কাঠ ছাড়া অন্যান্য বনজ দ্রব্যের ব্যবসায়ী, মৎস্যজীবি, জৈববৈচিত্র্য ব্যবহারকারী সংস্থা, সমাজসেবী, শিক্ষক বা গবেষণাকারী। তার মধ্যে মহিলা সদস্যা থাকবেন দুইজন এবং এদের একজন হতে হবে তপশিলী উপজাতি/ জাতি সম্প্রদায়ের।

* সদস্য/সদস্যোরা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের বাসিন্দা হবেন এবং পঞ্চায়েতের ভোটার তালিকাভূক্ত হবেন।

* পঞ্চায়েত সদস্যরা বি.এম.সি-র সদস্য হতে পারবেন না।

* এই কমিটিগুলির বৈঠকএ বিশেষ অতিথি হিসাবে থাকবেন বন ও বণ্য প্রাণী দপ্তর, কৃষি, পশুপালন, স্বাস্থ্য, মৎস্য, শিক্ষা ইত্যাদি দপ্তর ও গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠানগুলি। স্থানীয় এম.এল.এ ও এম.পি-রাও অতিথি হিসাবে থাকতে পারবেন।

বি এম সির গঠনপ্রনালী

সভাপতি

সচিব

কৃষি ক্ষেত্রের প্রতিনিধি

সমাজ সেবী

উদ্যানপালক

মৎস্যজীবী

শিক্ষক /শিক্ষিকা

গবেষনাকারী
তপশিলী উপজাতি
সম্প্রদায়ের

কিভাবে জনগনের জৈববৈচিত্র্যের রেজিস্টার তৈরী করতে হবে ?

জনগনের বায়ো- ডাইভারসিটি রেজিস্টার (পি.বি.আর) জনগনের জন্য জনগনের দ্বারা তৈরী জনগনের রেজিস্টার।

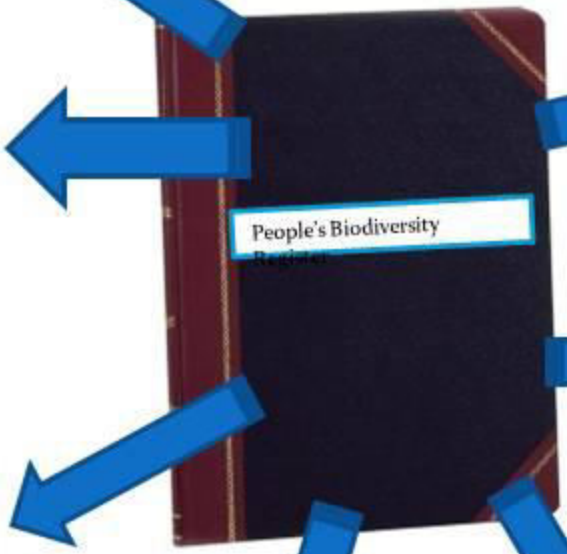

উদ্ভিদ বৈচিত্র
গৃহপালিত প্রানী বৈচিত্র
প্রানী বৈচিত্র
ঐতিহ্যগত জ্ঞান
People's Biodiversity Register
জনচিত্র
ভূপ্রকৃতির চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ্য ও ব্যাবহারের ধরন
অনাবাদি বৈচিত্র

পি.বি.আর-এর জন্য তথ্য সংগ্রহের মূল উপায়গুলি হচ্ছে ঃ

ক) বয়স্ক ব্যাক্তি/জ্ঞানী ব্যাক্তিদের সাথে সাক্ষাৎকার করে।

খ) দলের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে।

গ) স্বেচ্ছাসেবী ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দলগুলির ক্ষেত্র ভ্রমন পাওয়া তথ্যের মাধ্যমে।

ঘ) প্রচলিত সরকারী দলিলপত্র থেকে।

পি.বি.আর রচনার উদ্দেশ্য ঃ

* সংরক্ষনমূলক চাষের উদ্দেশ্য জৈব সম্পদের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা।
* সমাজের সমস্ত লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে কৃষি, হাঁস-মুরগি, মৎস্য, বন ও জন স্বাস্থ্যের তথ্য ভিত্তিক সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাপন উৎসাহিত করা।
* জৈব সম্পদ সংগ্রহের উপর ফী ধার্য করে অর্থ উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

* মূল্যবান সম্পদের সংরক্ষন করা।
* জৈব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য লিপিবদ্ধ করা।
* জৈব সম্পর্কে স্থানীয় জ্ঞান আহরণের উপর ফী ধার্য করে অর্থ সংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি করা ও সে সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধ করা।
* স্থানীয় জনগনের বাণিজ্যিক প্রয়োগ থেকে লব্ধ সুফল অংশিদারীত্বের ভিত্তিতে ভোগ করা।

জৈব বৈচিত্র্য আইনের বিশেষ কিছু ধারা

জৈব বৈচিত্র্য আইনের মোট ৬৫টি ধারা ও বেশ কিছু উপ ধারা আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধারাগুলি যথাক্রমেঃ

* ৮ নং ধারা মতে জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের স্থাপনা।
* ২২ নং ধারা মতে রাজ্য জৈব বৈচিত্র্য পর্ষদ গঠন।
* ৪১ নং ধারা মতে বি.এম.সি বা জৈব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন।
* ৪৩ নং ধারা মতে স্থানীয় জৈব বৈচিত্র্য সমিতির তহবিল গঠন।
    ক) জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের অনুদান।
    খ) রাজ্য জৈব বৈচিত্র্য পর্ষদের অনুদান।
    গ) বিভিন্ন বোর্ডের অনুদান।
    ঘ) বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবি ও কর্পোরেট সংস্থার অনুদান।
    ঙ) ব্যাঙ্কের ঋণ।
    চ) বিভিন্ন ধরনের ফি, শুল্ক ও চাঁদা থেকে অর্থ গ্রহণ।
* ৫৫ নং ধারা মতে জৈব বৈচিত্র্য আইন ভঙ্গ করলে ৫ বৎসরের জেল ও ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা।
* ৫৮ নং ধারা মতে সকল অপরাধ আদালতে গ্রাহ্য এবং জামিন অযোগ্য অপরাধ।

অপরাধের চরিত্র

বিনা অনুমতিতে জৈব সম্পদ সংগ্রহ, বানিজ্যিক ব্যবহার, সমিক্ষা, গবেষনা এবং গবেষনা জাত তথ্য বিদেশে পাচার ইত্যাদি

পাতা জাতীয় সব্জি

অতীতে প্রচুর ছিল বর্তমানে খুবই কম তাই সংরক্ষনের নজর দিতে হবে

সাজনা পাতা

মুইচিং পাতা

হেলেইন্চা পাতা

বিলাতী ধইনা পাতা

চিচরি পাতা

জিনজিনা পাতা

আদা পাতা

আদামনি পাতা

খারকন পাতা

শামখাকা পাতা

আরই পাতা

বানতা পাতা

উস্তা পাতা

পুনরনবা পাতা

কুলেকারা পাতা

ফুল জাতীয় সব্জি

বক ফুল

কলার ফুল

হলুদী ফুল

কচুর ফুল

কোমড় ফুল

সাজনা ফুল

ফলজ সব্জি

কামরাঙ্গা

চালিতা

আমলকী

টেকরই

বনবেগুন

নৌকা

বৈকাম

তেলাকুচি

ডাটা জাতীয় সব্জি

ঢেকির শাঁক

ব্রাহ্মী শাঁক

কল্মী শাঁক

কান্তা কচু

পুঁই শাখ

খারাই শাখ

কান্ড জাতীয় সব্জি

গন্ধকী

তারা

বাঘডোগা

কচুরডোগা

আইলকা

লতি

সীমিত সম্পদ দিয়ে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টায় আদিবাসী মহিলা

আমাদের ত্রিপুরায় প্রায় ৭০ রকমের গাছ গাছালি সবজি হিসেবে গ্রহন করে থাকি। বিশেষ করে উপজাতি অংশের মানুষ। এই সমস্ত সবজি পুষ্টি গুন ও স্বাদে ভরপুর। তাছাড়া খুবই কম তেল মশলায় তরকারী তৈরী করা যায়, তা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপযোগী।

এই সমস্ত সবজি ত্রিপুরায় অর্থনীতিতে সাহায্য করে। একটা হিসাবে দেখা যায় ত্রিপুরায় প্রায় ৫০ হাজার পরিবার হাডকোর জুমিয়া এবং সম্পূর্ণভাবে জঙ্গলি সবজির উপর নির্ভরশীল। যদি প্রতি পরিবারে কমপক্ষে ৪ জন হিসেবে ধরা যায় তাহলে

৫০,০০০ পরিবার X ৪ জন = ২,০০০০০ জন।

প্রতি জনে ০.১৫০ গ্রাম প্রতি দিন ভোগ করে তাহলে দিনে দাড়ায়-

২,০০০০০ X ০.১৫০ গ্রাম = ৩০,০০০ কেজি সবজি। তা বৎসবের গিয়ে দাড়ায়

৩০,০০০ X ৩৬৫ দিন = ১,০৯,৫০,০০০ কেজি সবজি।

যদি প্রতি কেজি ১৫ টাকা হারে ধরা হয় তাহলে গিয়ে দাড়ায়-

১,০৯,৫০,০০০ কেজি X ১৫ টাকা = ১৬,৪২,৫০,০০০ টাকা

জলজ প্রানী

যাহা পূর্বে প্রচুর পাওয়া যেত বর্তমানে দুস্প্রাপ সংরক্ষনের প্রয়োজনীয়তা আছে

কই মাছ

লাটি মাছ

গাচ্ছা মাছ

শিং মাছ

টেংরা মাছ

মাগুর মাছ

কালনা

চান্দা

খলিসা

কুইচা

কাইকা

বোয়াল

বাইং

ঘুতুম

দারখিলা

গুড়া চিংড়ি

পুটি

কাচ্‌কী

শামুক

ঝিনুক

কাকড়া

বিভিন্ন প্রকারের সরিসৃপের ছবি যারা হারিয়ে যাওয়া পথে-

কচ্ছপ

লম্বা কচ্ছপ

পাহাড়ী কচ্ছপ

কালিকাট্টা

তক্কা

পাহাড়ী তক্কা

পাথরী তক্কা

জঙ্গলী তক্কা

বিভিন্ন প্রকারের সরিসৃপের ছবি যারা হারিয়ে যাওয়া পথে-

গিরগিটি

রক্ত চোষা

সবুজ গিরগিটি

হলুদ গিরগিটি

আঁচিলা

সাধারণ আঁচিলা

বামনী আঁচিলা

সাপ চোখা আঁচিলা

স্তন্যপায়ী প্রাণী আগে প্রচুর ছিল বর্তমানে খুবই সীমিত

বনরুই

সজারু

খরগোস

শিয়াল

জঙ্গলী বিড়াল

উদ্ বিড়াল

বিভিন্ন রকমের বন্য পাখীর চিত্র যা বর্তমানে হারিয়ে যাওয়ার পথে-

ময়না

দনেশ পাখী

চিল

শকুন

চুড়ই

টেইলর পাখী

পানকুরী

মথূরা

ভারতের কিছু বনৌষধি উদ্ভিদ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিসেবায় তার ব্যবহার

১) আর্য়ুরবেদ = ১৭৬৯ প্রজাতি।
২) ফ্লক = ৪৬৭১ প্রজাতি।
৩) হোমিও = ৪৮২ প্রজাতি।
৪) সিদ্ধা = ১১২১ প্রজাতি।
৫) তিব্বতীয় = ২৭৯ প্রজাতি।
৬) হেকিমী = ৭৫১ প্রজাতি।

পাথরকুচি

ব্যবহার্য্য অংশ- পাতা

প্রয়োগ- পোকা মাকড়ে কামড়ালে অশ্ব রোগে, মূত্র রোগ, ডাইরিয়া, পাতা বেঁটে খাওয়ালে উপকার হয়।

প্রয়োগ পদ্ধতি- ২০-৪০ মিলিলি রস দিন অন্তত দুবার খাওয়াতে হয়।

স্বর্নলতা

ব্যবহার্য্য অংশ- সমস্ত গাছ

প্রয়োগ- ক্রিমিনাশক হিসাবে কাজ করে। কাশি, জ্বর, পাখানা পরিস্কার এর কাজ করে।

প্রয়োগ পদ্ধতি- গাছের রস ১ চামচ করে দিনে অন্তত তিন বার খাওয়াতে হবে।

থানকুনি

ব্যবহার্য্য অংশ- সবাংশ

প্রয়োগ- ডাইরিয়া, আমশয়, রুচি বর্ধক, স্মৃতি শক্তি বর্ধক, পেটের গন্ডগোল।

প্রয়োগ পদ্ধতি- পাতা বা সমস্ত গাছ বেটে নিয়ে আঠা তৈরী করা হয়। তা ১-২ চামচ দুই বা ততোধিক বার খাওয়াতে হবে।

পুনরর্নবা

ব্যবহার্য্য অংশ- পাতা, কান্ড ও মূল

প্রয়োগ- গর্ভকালে হাতে পায়ে জল নামা, হাঁপানি, পাথরী রোগ, হৃদপিন্ডের রোগ ও উপাদায়ে শাখ হিসাবে ব্যবহার হয়।

প্রয়োগ পদ্ধতি- দিনে ৩, ৪ বার ২-৪ চামচ পাতার রস সেবন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

অর্জুন

ব্যবহার্য অংশ- মূল ও কান্ডের ছাল।

প্রয়োগ- রক্তচাপ, কাশি, পাকস্থলীর পীড়া, মূত্ররোগমাথার ব্যাথা কমাতে অর্জুন কাজ করে।

প্রয়োগ পদ্ধতি- সমপরিমান অর্জুনের ছাল ও শ্বেত চন্দনের কাথ মিশে দু চামচ করে দিন ২ বার। শুধু অর্জুনের মূল বা ছালের কাথ দিনে ১ বা ২ চামচ ২ বার ব্যবহার করাতেতে পারে।

আকন্দ

ব্যবহার্য অংশ- ফুল পাতা ডালকীর ও মূলের ছাল।

প্রয়োগ- ক্ষুধা মন্দা, হাঁপানি, সর্দি কাশি শরীর ফোলা, চর্মরোগ ইত্যাদি রোগের কাজ করে।

প্রয়োগ পদ্ধতি- ফুল পাতা মূলের রস ১-২ চামচ দিনে ২-৩ বার খাওয়াতে খাওয়াতে হবে।

বহেরা

ব্যবহার্য অংশ- মূল কান্ডের ছাল ও ফল

প্রয়োগ- বহেরার কফ, পিত্ত নাশক, শ্বাস রোগে ব্যবহার হয়।

প্রয়োগ পদ্ধতি- ফলের শাঁস চূর্ণ ৩-৬ গ্রাম শুকনো ফল রাতে ১ গ্লাস জলে ভিজিয়ে রাতে খাওয়া যেতে পারে।

শতমূলী

ব্যবহার্য অংশ- মূল

প্রয়োগ- অজীর্ণ, ক্ষয়রোগ, মূর্চ্ছা, কাম উদ্দীপক।

প্রয়োগ পদ্ধতি-২-৩ চামচ মূলের রস সম পরিমান মধুর সঙ্গে সেবন করা। সমপরিমান মূলের রসের সঙ্গে তেল মিশিয়ে মালিশ করা।

আমাদের ত্রিপুরায় ২০১১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ৩৬,৭১,৩২০ জন এবং মাথা পিছু বার্ষিক আয় ৩৮,৪৯২ টাকা এবং স্বাস্থ্য খাতে আমাদের ব্যায় করতে হয় মোট আয়ের ৩ শতাংশ । অর্থাৎ ১,১৫৪ টাকা ৭৬ পয়সা প্রতি জনে প্রতি বৎসরে, তাহলে মোট জনসংখ্যায় বার্ষিক অংক টা দাড়ায় ৩৬,৭১,৩২০ x ১১৫৪.৭৬ টাকা = ৪২৩,৯৪,৯৩,৪৮৩ টাকা। আমরা যদি সাধারন রোগে গাছগাছালি ব্যবহার করি তাহলে ৫০ শতাংশ টাকা সাশ্রয় করতে পারি। সাশ্রয়কৃত টাকার অঙ্কের মোট ২১১,৯৭,৪৬,৭৪১ টাকা।

জীববৈচিত্র্য কী করে রক্ষা করতে হয়, কীভাবে এর ব্যবহার করতে হয় তা আমাদের শেখার আছে চীনের কাছ থেকে। কী করেছিলেন চীনের বিজ্ঞানীরা? তাঁরা চীনদেশের সব লোকগাথা সংগ্রহ করলেন প্রথমে। তারপর বিশ্লেষণ করলেন। নানা অজানা গাছের খবর পেলেন। তা থেকে ভেষজ তৈরি করলেন। ঐসব ভেষজ ওষুধ বাজারে চালু অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের বিকল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেল। এটা হলো জীববৈচিত্যের ব্যবহার। এই ব্যবহার ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন বলে তাঁরা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। বিদেশি বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি চীন দেশের জীবসম্পদ লুঠও করতে পারে না, পেটেন্টও করতে পারে না। আর আমাদের দেশের জীবসম্পদের ঘাড়ে এই দুটো বিপদ চেপে বসেই আছে। প্রশ্ন হলো চীন পারলে আমরা পারি না কেন?

পঞ্চাশ বছরে একটি গাছ থেকে যা পাওয়া যায়

বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রন
৫ লক্ষ টাকা

জলচক্র আবর্তন ও আর্দ্রতা
৩ লক্ষ টাকা

অক্সিজেন উৎপাদান
২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা

জ্বালানী
১০ হাজার টাকা

কাঠ
২০ হাজার টাকা

ফুল ও ফল
৫ হাজার টাকা

জৈব সার সংরক্ষণ
২০ হাজার টাকা

ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রন
২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা

পাখী ও কীট পতঙ্গের আশ্রয়স্থল
২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা

একটি গাছ থেকে মোট প্রাপ্তি- ১৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা।

এই হিসাবটি পাওয়া গেছে ১৯৭৯ সালে। হিসাবটি দিয়েছেন ডঃ তারক মোহন দাস। কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের লাইফ সায়েন্স সেন্টারের ইন্ডিয়ান বায়োলজি পত্রিকায়। গবেষনামূলক প্রবন্ধটি। ভারতের বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৬৮তম অধিবেশনে লেখক এটি পাঠ করেন।

এই হিসাবটি পেয়ে বিশ্বজুড়ে পরিবেশ বাদীরা খুবই উৎসাহ পান বহু দেশে গবেষনামূলক প্রবন্ধটি পুনরায় প্রকাশিত হয়। বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দুতে এসে পড়ে গাছ শুধু গাছ।

জলের অপর নাম জীবন

শতাংশের হিসাবে জল

১) জলের ৯৭% নোনা জল।

২) বরফ হিসাবে উত্তর মেরু এবং দক্ষিন মেরুতে বরফে আছে ২.৩১% জল।

৩) বাকী থাকে ০.৬৯ শতাংশ।

আজকের পৃথিবীতে জল সম্পদ তাই যে কোন সম্পদের থেকে অধিকতর মূল্যবান, কেন না ঐ টুকু জল দিয়ে কত শত কাজ করতে হয়।

দশটি গুরুত্বপূর্ন কথা

জল সম্পর্কিত ১০টি গুরুত্বপূর্ন দিক প্রকাশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম অন গ্লোবালাইজেশন

সেগুলি হল-

১) জল পৃথিবীর সর্বস্তরে বিদ্যমান।

২) ভূ-স্তরে যেখানে জল আছে জলকে সেখানেই রাখা।

৩) সব সময়ে জলকে সংরক্ষণ করে রাখা উচিত।

৪) দূষিত জলকে শোধন করা উচিত।

৫) প্রাকৃতিক জলাধারগুলিই বিশুদ্ধ জলের প্রকৃষ্ট স্থল।

৬) জল জনসাধারণের সম্পত্তি সরকারের প্রতিটি বিভাগেরই জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

৭) পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ জল পাওয়া জন সাধারণের মৌলিক অধিকার।

৮) জনসাধারণ তথা নাগরিকবৃন্দই পারেন জলের জন্য সোচ্চার হতে।

৯) জল সংরণের জন্য জনসাধারণের উচিত সরকারকে সাহায্য করা।

১০) অর্থনৈতিক বিশ্বায়ননীতি জলের ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য নয়।

জলাশয় বোজানোর বিরুদ্ধে আইনি সাহায্য

ত্রিপুরা সরকারের ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী ৫ কাটা বা তার বেশী আয়তনের পুকুর বা জলাভূমি ভরাট করা নিষিদ্ধ। অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা, মহকুমা ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসারের কাছে অভিযোগ দায়ের করা যাইতে পারে অথবা গ্রীন বেঞ্চ বা পরিবেশ আদালতে পুকুর বা জলাশয় বোঝানোর বিরুদ্ধে মামলা করা যেতে পারে।

Paper Cutting

পানীয় জলের জন্য সড়ক অবরোধ

গাড়িতে করে জল— মিটল সমস্যা

পানীয় জলের হাহাকার

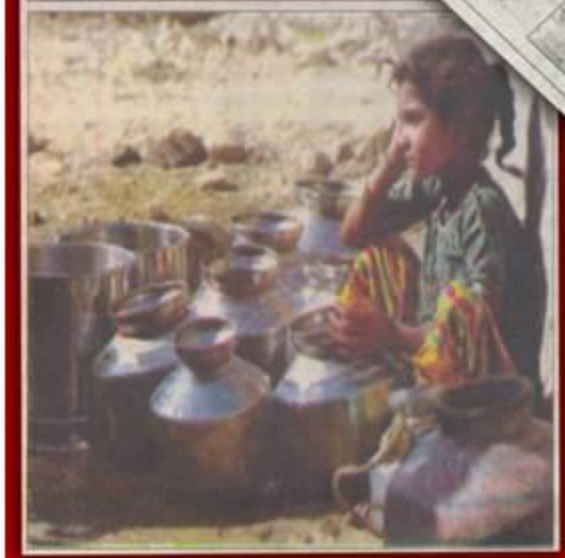

পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ

পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ ধলিয়াইয়ে আশ্বাসে মুক্ত

সোনামুড়ার ধলিয়াইয়ে জলের দাবিতে সড়ক অবরোধ। শুক্রবার।
ছবি: অভিজিৎ বর্ধন

আজকালের প্রতিবেদন: সোনামুড়া, ২৭ মে— ফের সড়ক অবরো
সোনামুড়ায়। স্কুল ছাত্রছাত্রীদের অবরোধ আন্দোলনের রেশ কাটতে ন
কাটতেই এবার অবরোধে সামিল প্রমীলাবাহিনী। মঙ্গলবার শিক্ষক বদলি
প্রতিবাদে অবরোধ আন্দোলন করেছিল সোনামুড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে
ছাত্রছাত্রীরা। শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে পানীয় জলের দাবিতে সোনামুড়া-
আগরতলা সড়ক প্রায় দেড় ঘন্টার জন্য অবরুদ্ধ করে রাখেন সোনামু
নগর পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রমীলারা। ধলিয়াই আই ও সি সংল
এলাকায় চলে এই অবরোধ। অপর্ণা শীল, রাখি দে, কণিকা শীল, স্বপ্না শী
রিনা দত্তদের মতো অবরোধকারী প্রমীলাদের অভিযোগ, ৫ নম্বর ওয়া
এলাকায় গত প্রায় ৩ মাস ধরে পানীয় জলের একরকম হাহাকারই চলছে
পানীয় জলের সমস্যার কথা বার কয়েক জানানো হয়েছিল নগর পঞ্চায়েতে
কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়েই তাঁদের এই সড়ক অবরোধ
অবরোধের জেরে স্তব্ধ হয়ে যায় যান-চলাচল। অফিস-টাইমে ব
নিত্যযাত্রীকে অবরোধস্থল থেকে হেঁটে গন্তব্যে যেতে হয়। অবরোধকারীদে
অভিযোগ, অবরোধ চলাকালীন একটি মারুতি গাড়ি জবরদস্তি অবরোধস্থ
অতিক্রম করে। এতে অল্পের জন্য অবরোধকারীদের কয়েকজনের প্রাণ রক্ষ
পায়। খবর পেয়ে অবরোধস্থলে আসেন পানীয় জল দপ্তরের আধিকারিক
সোনামুড়া থানার পুলিস ছুটে যায় ঘটনাস্থলে। জল সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবি
হওয়ার আশ্বাস পেলে সড়কটি অবরোধমুক্ত করেন প্রমীলারা।

ধলাই জেলা বিভিন্ন বি.এম.সির আয়ুর্বেদ

ধলাই জেলার বিভিন্ন বি.এম.সির ১০০ বৎসরের উর্দ্ধে বয়স্ক ব্যক্তিত্ব

শ্রীমতি দাখিন কিপ হালাম-১০৮ বৎসর
দক্ষিণ কচুছড়া বি.এম.সি, সালেমা ব্লক

শ্রীমতি চন্দ্র প্রভা চাকমা-১০৫ বৎসর
লালছড়াবি.এম.সি, মনু ব্লক

শ্রী রুহিদাস রিয়াং -১২০ বৎসর
লালছড়াবি.এম.সি, মনু ব্লক

শ্রীমতি চন্দ্রলক্ষী রূপিনী-১১০ বৎসর
সিঙ্কুকুমার পাড়া বি.এম.সি, মনু ব্লক

শ্রী দীনেশ দেব্বর্মা-১০৪ বৎসর
ঘন্টাছড়া বি.এম.সি, আমবাসা ব্লক

শ্রীমতি লক্ষিপতি দেব্বর্মা-১০৭ বৎসর
আশাপূর্ণা রোয়াজা পাড়া বি.এম.সি,
সালেমা ব্লক

শ্রীমতি সত্যবালা দাসা দেব্বর্মা-১০৭ বৎসর
মেন্দি বি.এম.সি, সালেমা ব্লক

শ্রী বুদিরাম কলই-১১০ বৎসর
ঘন্টাছড়া বি.এম.সি, আমবাসা ব্লক

শ্রীমতি মোহনমালা দেব্বর্মা-১০৭ বৎসর
পানবোয়া বি.এম.সি, সালেমা ব্লক

ধলাই জেলার বিভিন্ন বি.এম.সির জঙ্গলী ভাল্লুক ও বনো হাঁতীর দ্বারা আক্রান্ত

শ্রী শিশুরঞ্জন দেবনাথ, পূর্ব নালীছড়া বি.এম.সি
আমবাসা আর.ডি.ব্লক।

শ্রী কমলা দেব্বর্মা, শ্বেতরাই বি.এম.সি
দূর্গাচৌমুহানী আর.ডি.ব্লক।

শ্রী চন্দ্রসরী রিয়াং, রাধারামবাড়ী
বি.এম.সি, গন্ডানপর আর.ডি.ব্লক।

শ্রী তজিরাম রিয়াং, কল্যাণসিং বি.এম.সি
ডম্বুরনগর আর.ডি.ব্লক।

শ্রীমতি মঙ্গাতি দেব্বর্মা, জিওলছড়া বি.এম.সি
আমবাসা আর.ডি.ব্লক।

শ্রী নিরয় রিয়াং, জিওলছড়া বি.এম.সি
আমবাসা আর.ডি.ব্লক।

ধলাই জেলার বিভিন্ন বি.এম.সিতে ভ্রমণে পাওয়া অর্থকরি জৈব সম্পদ

জঙ্গলী এলাচ

গন্ধকী

তিল

তকমা

গোলমরিচ

ফুলঝারু

ধলাই জেলা বিভিন্ন বি.এম.সির ঐতিহাসিক নিদর্শন

একটি উলকা পতনের স্থান, জিওলছড়া বি.এম.সি, আমবাসা আর.ডি.ব্লক

একটি বিমান দূর্ঘটনার স্থান, লংথরাই আর.এফ. বি.এম.সি, মনু আর.ডি.ব্লক

রাজ আমলের হাঁতিরখেদা, জিওলছড়া বি.এম.সি, আমবাসা আর.ডি.ব্লক

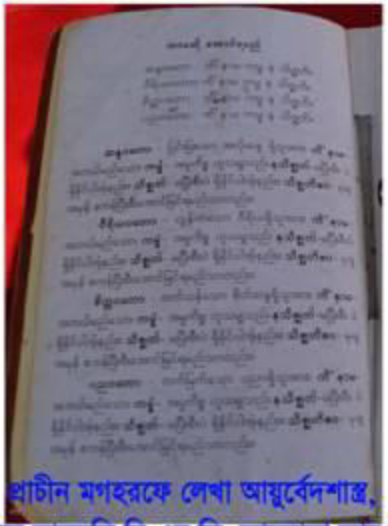

প্রাচীন মগহরফে লেখা আয়ুর্বেদশাস্ত্র, পশ্চিম লালছড়ি বি.এম.সি, আমবাসা আর.ডি.

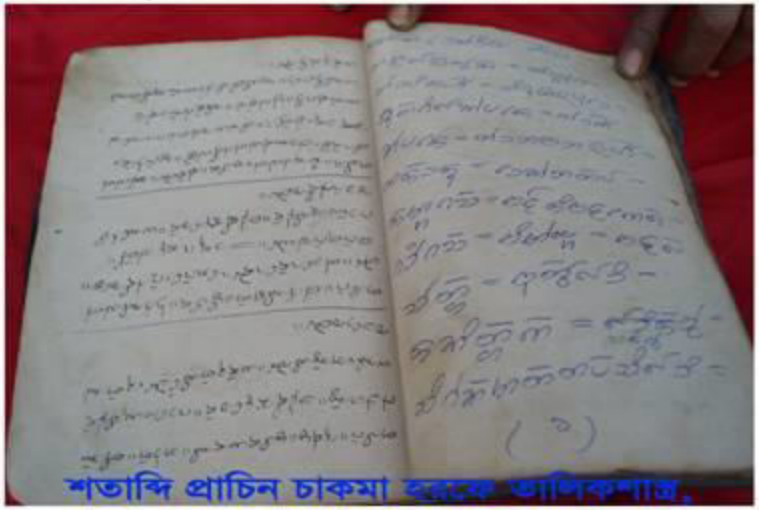

শতাব্দি প্রাচিন চাকমা হরফে আলিকশাস্ত্র, মকরছড়া বি.এম.সি, ছামনু আর.ডি.ব্লক

ধলাই জেলার বিভিন্ন বি.এম.সির সংগ্রহিত ছত্রাক

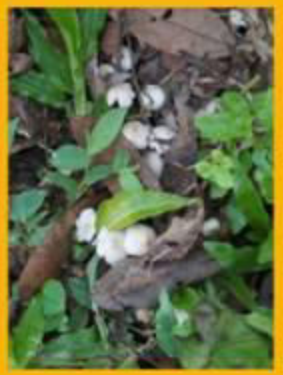

ধলাই জেলার বিভিন্ন বি.এম.সির সংগ্রহিত ঔষধি গাছ

থানকুনি
Centella asiatica

কান্তাকচু
Lassia spinosa

পুদিনা-
Mentha arvensis

মনসা
Euphorbia neriifolia

লজ্জাবতি
Mimosa pudica

বিলাতি ধনে
Eryngium foetidum

গোলমরিচ
Piper nigrum

আমরুল
Oxalis corniculata

আকন্দ
Calotropis gigantea

কুর্চি
Holarrhena antidysenterica

ধুতুরা
Datura metel

কেউ
Castus speciosus

বাসক
Adhatopda zeylanica

বোতামফুল
Gomphrea celasidides

বন বেগুন
Solanum indicum

হাতিশুঁড়া
Heliotropium indicum

ত্রিপুরার বাহারী অর্কিড

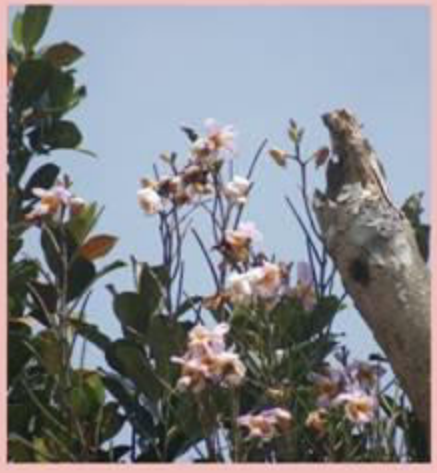

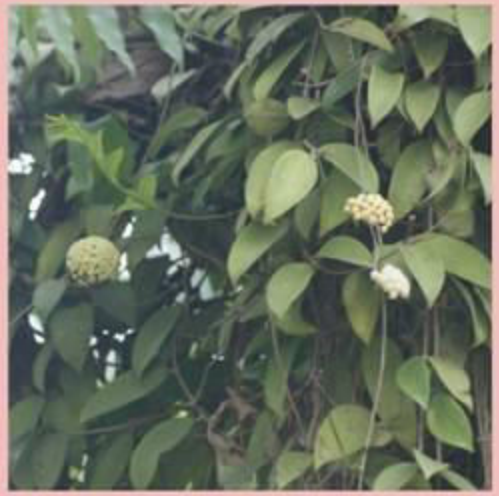

ধলাই জেলা বিভিন্ন বি.এম.সির ভ্রমণে পাওয়া ঝর্ণার চিত্র

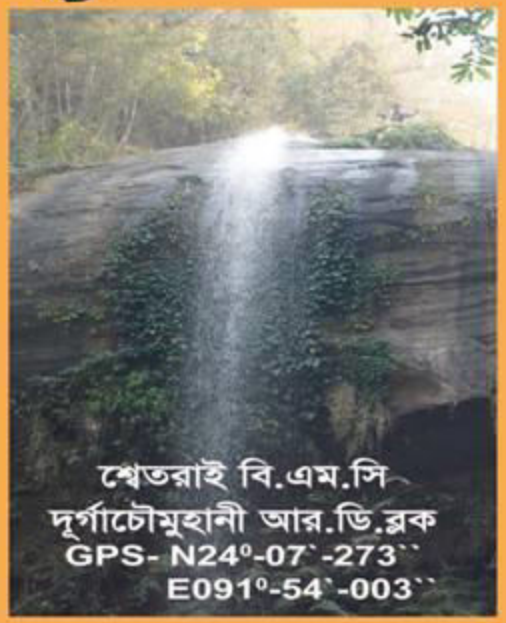

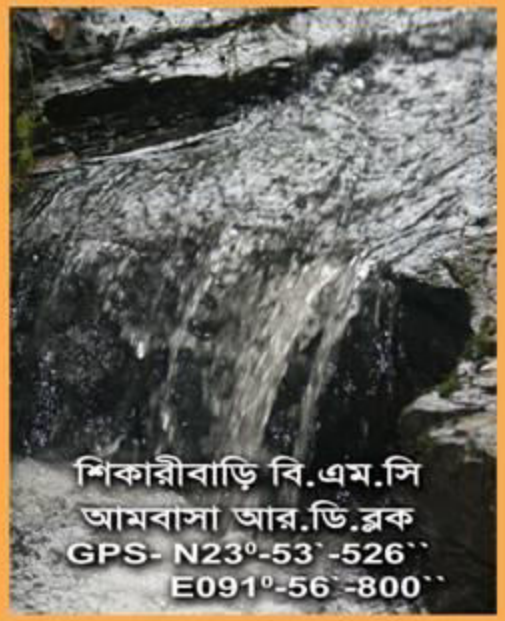

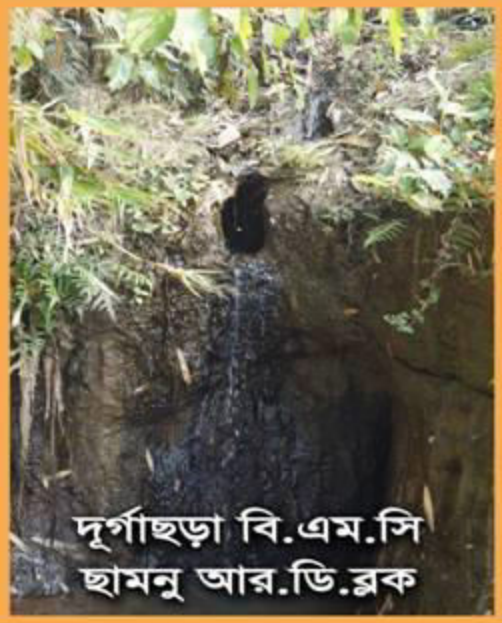

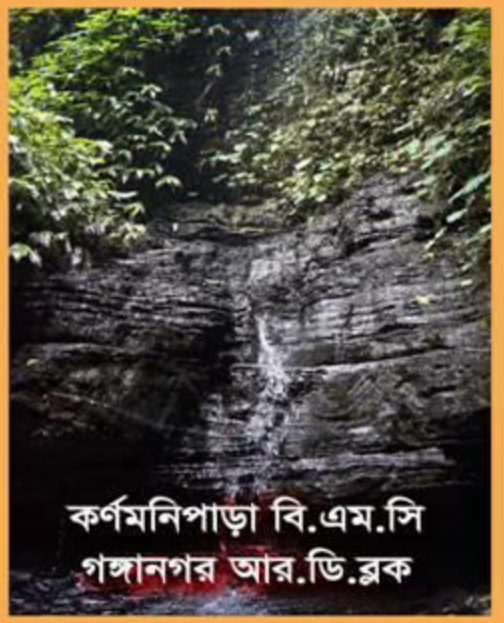

ধলাই ও মনু নদীর অবস্থা

ধলাই নদী

মনু নদী

ধলাই জেলার বিভিন্ন জুমের সবজি

ধানেলঙ্কা

উচ্ছে

অড়হর

বরবটি

মিষ্টিকোমড়

হলুদ

বেগুন

খাকলু

শিমুল আলু

পুইশাক

কচু

তিল

বলরাম বি.এম.সিতে সংগৃহিত কিছু ঐতিহাসিক চিত্র

রূপুর তৈরি গোড়া

রূপুর তৈরি মেডেল

তরয়াল

মানচিত্র ত্রিপুরাব্দ

সুরা পান করার যন্ত্র

প্রাচীন মূদ্রা

গারো সমাজের প্রাচীন বাদ্য যন্ত্র

উৎসর্গকৃত প্রাণী

ধর্মীয়ভাবে সংরক্ষিত গাছ

বি.এম.সির সংলিষ্ট কিছু বই পত্র সর্ম্পকে আলোকপাত

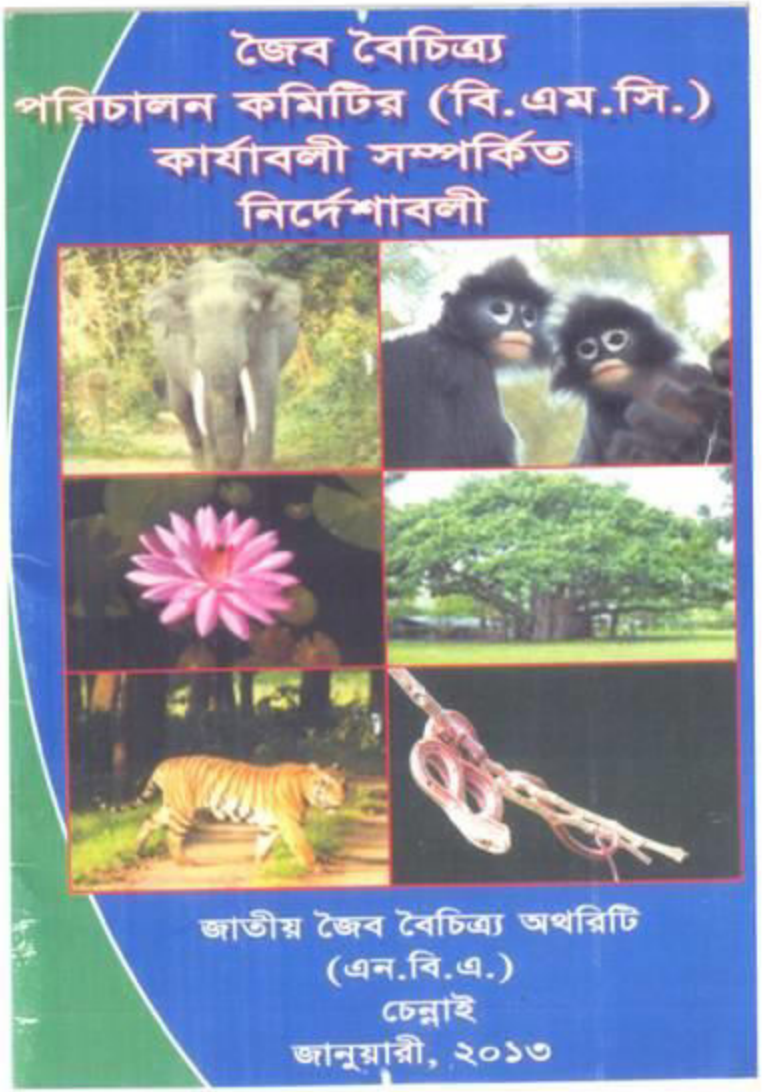

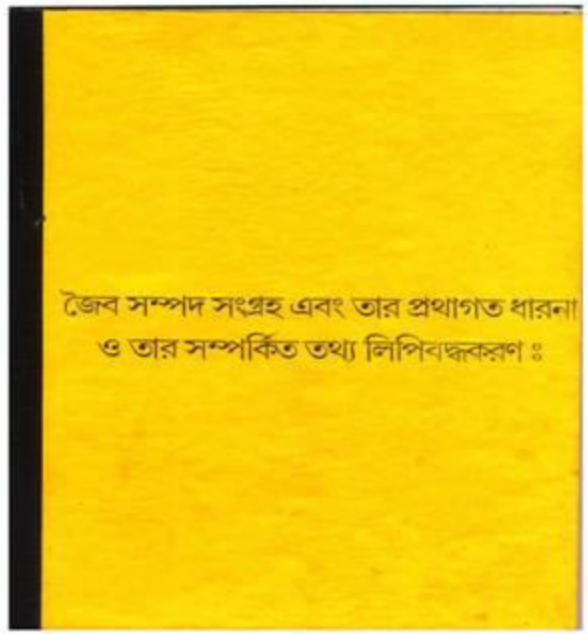
জৈব সম্পদ সংগ্রহ এবং তার প্রথাগত ধারনা
ও তার সম্পর্কিত তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ঃ

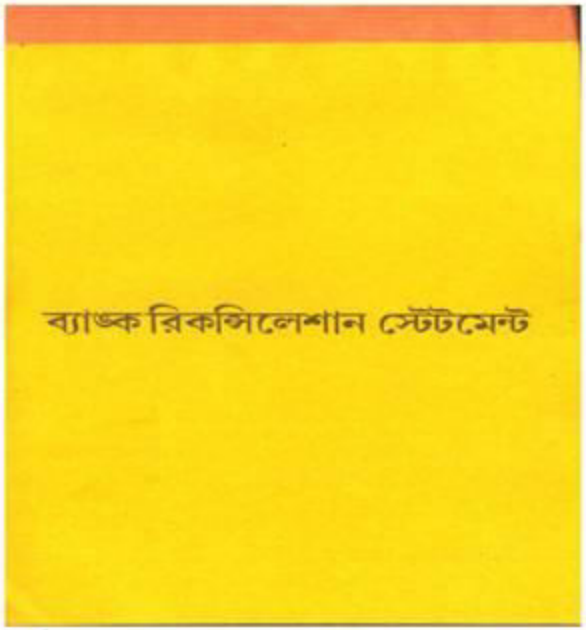
ব্যাঙ্ক রিকন্সিলেশান স্টেটমেন্ট

জার্নাল রেজিষ্টার

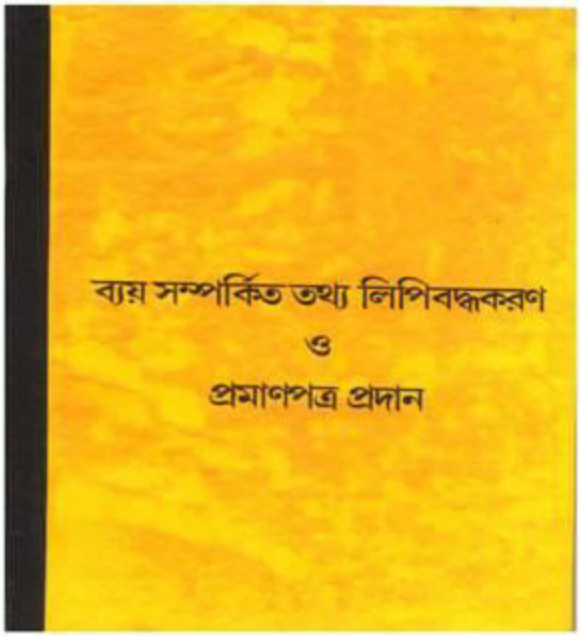
ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য লিপিবদ্ধকরণ
ও
প্রমাণপত্র প্রদান

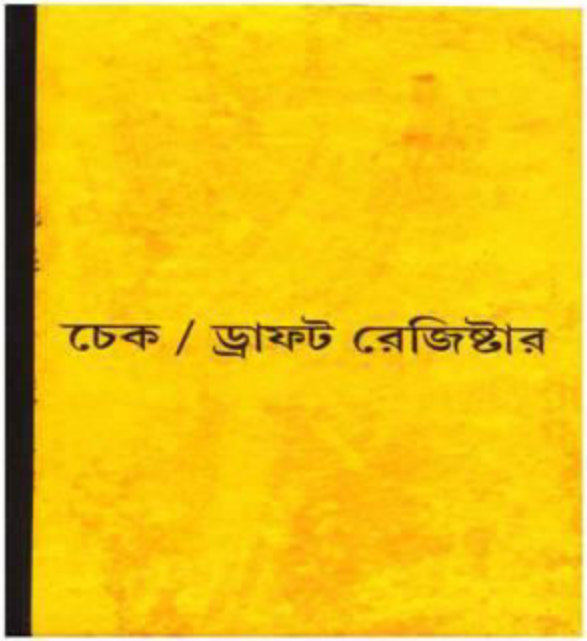
চেক / ড্রাফট রেজিষ্টার

বিল রেজিষ্টার

ক্যাশ বই

চেকের মাধ্যমে অর্থ প্রদানের প্রমাণপত্র
(চেক পেমেন্ট সার্টিফিকেট)

অর্থ প্রদানের প্রমাণপত্র
(রিসিপ্ট)

নগদ অর্থ প্রদানের প্রমাণপত্র
(ক্যাশ পেমেন্ট সার্টিফিকেট)

জৈব সম্পদ ব্যবহারকারীদের বৈদ্য বা কবিরাজ

গ্রামের স্তরে বৈদ্য, কবিরাজ এবং প্রথাগত চিকিৎসক যারা জৈব সম্পদ ব্যবহার করে তাদের তালিকা :-

নাম :-

বয়স :-

লিঙ্গ :-

ঠিকানা :-

নির্দিষ্ট স্থান :-

জৈব সম্পদ সংগ্রহের স্থান :-

চিকিৎসকের জৈব সম্পদ সংগ্রহের ধরণ :-

নাম :-

বয়স :-

লিঙ্গ :-

ঠিকানা :-

নির্দিষ্ট স্থান :-

জৈব সম্পদ সংগ্রহের স্থান :-

চিকিৎসকের জৈব সম্পদ সংগ্রহের ধরণ :-

নাম :-

বয়স :-

লিঙ্গ :-

ঠিকানা :-

নির্দিষ্ট স্থান :-

জৈব সম্পদ সংগ্রহের স্থান :-

F.No.24 (4-3)/Vol-II/For-TBB/2011-12/ 1066 – 1082

GOVERNMENT OF TRIPURA
TRIPURA BIODIVERSITY BOARD
ARANYA BHAWAN,GURKHABASTI
AGARTALA, WEST TRIPURA

Dated: 24th December 2013

Memorandum

Section 24(1) of Tripura Biological Diversity Rules (TBR), 2006 provides for constitution of a Local Biodiversity Fund which shall be operated by the Biodiversity Management Committee (BMC).

2. As noted in section 24(2) of the Tripura Biological Diversity Rules (TBR), 2006 the said Fund may be built through loans or grants from the Board and also from other sources as may be identified by the concerned BMC.

3. The said Fund shall be used for the conservation and promotion of the Biodiversity in the areas falling within the jurisdiction of the concern Local Body and for the benefit of the local communities etc. [Section 24(4) of TBR 2006]

4. In pursuance to the section 24(3) of the Tripura Biological Diversity Rules, 2006, it is directed that a bank account has to be opened by each Local Body is a Nationalised/State undertakings banks to be jointly operated the Chairman and the Member Secretary of the given BMC. The bank account is to be opened immediately and the details of bank account number, IFSC code etc. shall be provided to the Tripura Biodiversity Board by the concerned BMC.

5. The other details including Operational Guidelines for operation of the said Local Body Fund as maintained in the bank account by the BMC shall be notified by the Tripura Biodiversity Board in due course.

24/12/13

(Dr.A.K.Gupta,IFS)
Member Secretary
Tripura Biodiversity Board

TO

____

Copy to

1. Districts Forest Officer West/South/North and Dhalai for information.
2. BDO ______________________
3. All DFO/WLW______________________
4. Chairperson______________________BMC
5. Member Secretary ______________________BMC
6. Research Assistant, TBB ,TWLS for information and necessary action please

ত্রিপুরা জৈব বৈচিত্র্য বোর্ডের বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ কমিটি

কৃষি

নাম অন্তর্ভুক্তি পদবী

১। প্রফেসর আর.সি সুমি অধ্যক্ষ, কৃষি মহাবিদ্যালয়, লেম্বুছড়া আহ্বায়ক

২। শ্রী বাহারুল ইসলাম মজুমদার সিনিয়র, কৃষি বিশেষজ্ঞ, এ.ডি নগর, আগরতলা সদস্য

৩। ডঃ সংকর প্রসাদ দাস সিনিয়র সাইনটিস্ট, আই.সি.এ.আর, লেম্বুছড়া, আগরতলা সদস্য

প্রানী সম্পদ ও মৎস্য উন্নয়ন দপ্তর

১। ডঃ এস.কে শ্রীবাস্তব অধ্যক্ষ, ত্রিপুরা ভেটেরিনারী কলেজ আহবায়ক

২। শ্রী মৃনাল কান্তি দাস সিনিয়ার লেকচেরার, আই.সি.এ.আর, ফিসারী কলেজ, লেম্বুছড়া। সদস্য

৩। প্রফেসর বি.কে আরওয়াল জীববিজ্ঞান বিভাগ, ত্রিপুরা ইউনিভারসিটি সদস্য

৪। ডঃ শরমিষ্টা ব্যানার্জি রিডার, মহিলা কলেজ আগরতলা সদস্যা

৫। ডঃ রমেন নাথ সহকারী অধ্যাপক, ধর্মনগর সরকারী মহাবিদ্যালয় সদস্য

৬। ডঃ অজয় সাহা আধিকারীক, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর, অভয়নগর সদস্য

বিশেষজ্ঞ গতানুগতিক জ্ঞান সম্পূর্ন বৌদ্ধিক সম্পদ রক্ষা কমিটি

১। ডঃ নলিনী কান্ত চক্রবর্তী প্রাক্তন শাখা প্রধান, উদ্ভিদবিদ্যা,মহা বিদ্যালয়

আহবায়ক

১। শ্রী দেবজিতি চক্রবর্তী সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি, মহাবিদ্যালয় সদস্য

২। ডঃ রীতা নায়েক রিডার, ভূগোল শাখা, মহা বিদ্যালয় সদস্যা

৩। ডঃ প্রানতোষ রায় অধ্যক্ষ, ধর্মনগর মহাবিদ্যালয় সদস্য

৪। শ্রী দিগন্ত বসু সহকারী অধ্যাপক, মহা বিদ্যালয় সদস্য

THANKS